আদাব

—সমরেশ বসু

প্রশ্ন সমরেশ বসু কোথায়, কত খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন?

উঃ। ঢাকা জেলার রাজনগর। ১৯২৪ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন কখন মৃত্যুবহণ করেন?

উঃ। ১৯৮৮ খ্রিঃ।

প্রশ্ন লেখক কি পুরস্কার লাভ করেন?

উঃ। আকাদেমি পুরস্কার।

প্রশ্ন তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপকরণ কি?

উঃ। বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন।

প্রশ্ন লেখকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের নাম দাও।

উঃ। 'মানুষ রতন', 'উরাতীয়', 'আদাব', 'স্বীকারোক্তি', 'উত্তাপ', 'মাসের প্রথম রবিরার', 'অকালবসন্ত', 'ধর্ষিতা', 'নিমাইয়ের দেহত্যাগ', 'পাড়ি' ইত্যাদি।

প্রশ্ন সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত গল্প কি?

উঃ। 'আদাব'। ১৯৪৬ সনে 'পরিচয়' সাহিত্যপত্রে শারদসংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন লেখকের কয়েকটি উপন্যাসের নাম বল।

উঃ। 'শ্রীমতী কাফে', 'বি.টি. রোডের ধারে', 'বিবর', 'টানাপোড়েন', 'গঙ্গা' ইত্যাদি।

প্রশ্ন লেখকের কয়েকটি ভ্রমণমূলক উপন্যাসের নাম বল।

উঃ। 'শাম্ব', 'কোথায় পাব তারে', 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' ইত্যাদি ভ্রমণমূলক উপন্যাসগুলি 'কালকূট' ছদ্মনামে লেখেন।

প্রশ্ন 'আদাব' গল্পটিতে কিসের পটভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে?

উঃ। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পটভূমিকায় অসাম্প্রদায়িক মানবিকতার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন 'আদাব' গল্পের সাথে কোন্ কবিতা স্মরণ হয়?

উঃ। জীবনানন্দ দাশের '১৯৪৬-৪৭' কবিতা।

প্রশ্ন 'আদাব' গল্পের সাথে কোন্ গল্পের প্রভাব আছে?

উঃ। রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া' (কয়েকটি গল্প' ১৯৪৯) এবং বিমল করের 'অন্তরে' (১৩৫৩-৫৪)

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 'আদাব' গল্পে কোন্ ভাষার প্রয়োগ হয়েছে?

উঃ। পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষার প্রয়োগ হয়েছে।

যেমন—

সুতা মজুরের সংলাপঃ—ভালো কথাই কইছি ভাই; বইয়ো মানুষের মন বোঝা না?

মাঝির সংলাপঃ—মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নইলে এমুন কামড়া-কামড়িটা লাগে কিম্‌বায়?

প্রশ্ন 'আদাব' কথাটির অর্থ কি?

উঃ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত 'বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান' অনুসারে আরবি শব্দ 'আদাব' বলতে বোঝায়—অভিবাদন, সম্মানিতকে শ্রদ্ধা জানানো, সেলাম, নমস্কার। কিন্তু এখানে বিদায় মুহূর্তে মুসলমান মাঝি ও সুতা মজুর পরস্পরকে প্রতি নমস্কার জানাতে এই শব্দ ব্যবহার করেছে। লক্ষণীয়, উভয়েই পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা এবং সাধারণত মুসলমানরাই 'আদাব' বলে থাকে। এখানে সেই শব্দ উচ্চারণ সুতা মজুর ও মাঝিকে এক আসনে বসিয়ে দেয়—দুজনেই দাঙ্গাপীড়িত, গরীব এবং শ্রমিক। তাদের জাত নেই কোন। 'ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা'। বলেছিল মাঝি, স্বীকৃত হয়েছিল সুতা মজুরও। কিন্তু এই নমস্কার তাদের 'আদাব'ই হলো তাদের বিচ্ছেদকালীন শেষ সংলাপ।

প্রশ্ন 'আদাব' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?

উঃ। আরবী শব্দ।

প্রশ্ন সমগ্র গল্পে মাত্র কবার 'আদাব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?

উঃ। দু'বার।

প্রশ্ন সমরেশ বসুর প্রথম মুদ্রিত গল্প কোন্‌টি?

উঃ। 'শের সর্দার' প্রকাশিত হয় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়।

প্রশ্ন সমরেশ বসুর গল্পের সংখ্যা কত?

উঃ। তেত্রশটি গল্প গ্রন্থে (১৯৫৩-১৯৮৬) সমরেশের সংকলিত গল্পের সংখ্যা দুই শতাধিক।

প্রশ্ন 'আদাব' গল্প কিসের পরিচয় পাই?

উঃ। ১৯৪৬ সালে সমরেশ বসু ঢাকার রক্তাক্ত দাঙ্গার পটভূমিতে লেখেন 'আদাব' গল্পটি। ১৯৪৬-এ দাঙ্গার হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভেদবুদ্ধির ফসল হলেও সেটি যে একমাত্র সত্য নয়, তাকে অতিক্রম করে সাধারণ গরীব কৃষকের হৃদয়ভরা ভালোবাসার আলোর মধ্যে রয়েছে চিরন্তন মানবতার সত্য; তারই পরিচয় মেলে সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পটিতে।

প্রশ্ন সমরেশ বসু কোন্ পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন?

উঃ। কমিউনিস্ট পার্টি।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 'আদাব' গল্পের শুরুতেই কিসের চিত্র দেখি?

উঃ। রাত্রির নিস্তব্ধতা, শহরে ১৪৪-ধারা জারির ফলে মৃত্যুময় বিভীষিকার ছবি আঁকা হয়েছে।

প্রশ্ন 'আদাব' গল্পের প্রধান চরিত্র কে? তাদের নাম কি?

উঃ। 'আদাব' গল্পের প্রধান চরিত্র নামহীন দু'জন মানুষ দু'জনেই পেশাচিহ্নিত। একজন সুতা মজুর এবং অপরজন মাঝি।

প্রশ্ন রাত্রির নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে কোন গাড়িটা কিসের পাশ দিয়ে পাক খেল?

উঃ। মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে।

প্রশ্ন শহরে কি জারি করা হয়েছে?

উঃ। শহরে ১৪৪-ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে।

প্রশ্ন কাদের সঙ্গে কি নিয়ে দাঙ্গা বেঁধেছে?

উঃ। হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই, দা, শড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে।

প্রশ্ন 'হিন্দু না মুসলমান'—কার উক্তি?

উঃ। দুটি গলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা দুই দাঙ্গাভীত ব্যক্তির মধ্যে একজন এই উক্তিটি করেছে।

প্রশ্ন মুসলমীন ব্যক্তিটি পেশায় কি?

উঃ। নায়ের মাঝি। সে নাও বায়।

প্রশ্ন মুসলমান মাঝিটির বাড়ি কোথায়?

উঃ। মুসলমান মাঝিটি নিজেই বলেছে তার বাড়ি—বুড়িগঙ্গার হেইপারে—খুবইডায়।

প্রশ্ন হিন্দু ব্যক্তিটি পেশায় কি, কোথায় কাজ করে?

উঃ। নারায়ণ গঞ্জের সুতাকলে কাজ করে।

প্রশ্ন হিন্দু ব্যক্তিটির বাড়ি কোথায়?

উঃ। চাষাড়—নারায়ন গঞ্জের কাছে।

প্রশ্ন '....কী কাম করো?'—কার উক্তি?

উঃ। হিন্দু ব্যক্তিটি মুসলমান ব্যক্তিকে একথা জিজ্ঞেস করেছে।

প্রশ্ন 'হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা শোরগোল ওঠে'—কিসের শোরগোল?

উঃ। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার দু পক্ষেরই উন্মত্ত কণ্ঠের ধ্বনি।

প্রশ্ন 'ধারে কাছেই য্যান লাগছে।'—কার উক্তি? কি লাগছে?

উঃ। সুতা মজুর আতঙ্ক কণ্ঠে একথা বলেছে। দু-পক্ষের দাঙ্গার কথা বলেছে সে।

প্রশ্ন '—হ, চলো এইখান থেইক্যা উইঠ্যা যাই।'—কার উক্তি?

উঃ। মুসলমান মাঝি ভয়ার্ত কণ্ঠে একথা বলেছে।

প্রশ্ন 'বইয়ো, যেমন বইয়া রইছ—সে রকমই থাকো।'—কার উক্তি?

উঃ। সুতা মজুরের উক্তি।

প্রশ্ন '—যামু না কি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি?'—কার উক্তি, 'আন্দাইরা' শব্দটির অর্থ কি?

উঃ। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে মুসলমান মাঝি একথা বলেছে।

Scanned with CamScanner

'আন্দাইরা' শব্দটির অর্থ হল অন্ধকার।

প্রশ্ন 'ভালো কথাই কইছি ভাই; বইয়ো, মানুষের মন বোঝো না?'—কার উক্তি? কাকে বলেছে?

উঃ। সুতা মজুর মুসলমান মাঝিকে আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

প্রশ্ন 'আদাব' গল্পের ঘটনাস্থলটি কোথায়?

উঃ। কলকাতার দুটি গলির সংযোগস্থলে রাস্তা। চতুর্দিকে দাঙ্গায় উন্মত্ত মানুষের ছোটাছুটি।

প্রশ্ন 'বিড়ি খাইবা'— কে কাকে বিড়ি খেতে দেয়?

উঃ। সুতামজুর পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দেয় মাঝির দিকে।

প্রশ্ন সুতামজুর কেন দেশলাই জ্বালাতে পারে নি?

উঃ। তার জামাটা ভিজে যাওয়ায় দেশলাইটা সেঁতিয়ে গেছে।

প্রশ্ন 'আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহিনি—আমার কাছে দেও।'— কে কার কাছ থেকে কি নিল?

উঃ। সুতা মজুরের কাছ থেকে মাঝি সেঁতিয়ে যাওয়া দেশলাইটা নিল।

প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত দেশলাইয়ের একটা কাঠি কে জ্বালিয়েছিল?

উঃ। দু-বার ঘসঘস করেই মাঝি দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে ফেলল।

প্রশ্ন 'ভূত দেখার মত চমকে উঠল সুতামজুর'— কেন চমকে উঠে?

উঃ। যখন মাঝি দেশলাই কাঠিটা জ্বালিয়ে বিড়ি ধরাবার জন্য নিজের মুখের কাছে ধরল তখন তার আলোয় নিজের মুখটা আলোকিত হয়ে উঠল। তখন চমকে উঠে সুতামজুর। তার টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা। কারণ সুতামজুর তখনই জানতে পারল যে অপর ব্যক্তিটি মুসলমান। এইজন্য সে অবিশ্বাস্য উত্তেজনায় চমকে উঠেছিল।

প্রশ্ন 'কিছু হয় নাই, কিন্তু.....'—কার উক্তি?

উঃ। সুতামজুর ভয়ে ভয়ে একথা বলেছিল।

প্রশ্ন কার পুঁটুলিতে কি ছিল?

উঃ। মুসলমান মাঝির পুঁটুলিতে ছিল পোলা-মাইয়ার জন্য দুইটা জামা আর একখান শাড়ি।

প্রশ্ন কে কিজন্য জামা-শাড়ি কিনেছিল?

উঃ। মুসলমান মাঝির পোলা মাইয়া ঈদের দিনে নতুন জামা-শাড়ি পরবে বলে এগুলি কিনেছিল।

প্রশ্ন 'আর কিছু নাই তো?'—কার উক্তি?

উঃ। মাঝির পুঁটুলিতে আরো অন্য কিছু আছে মনে হয়েছে সুতামজুরের। তাই সে একথা বলেছে।

প্রশ্ন 'মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দেখো।'— কে কাকে কি দেখালে?

উঃ। সুতামজুরের বিশ্বাস হচ্ছিল না বলে মাঝি পুঁটুলিটা সুতামজুরের দিকে বাড়িয়ে দিল।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 'হেই তো হক্ কথাই। দেহই ভাই—তুমি কিছু রাখ-টাখো নাইত?—কার উক্তি?

উঃ। মুসলমান মাঝি সুতামজুরের একথা বলেছে।

প্রশ্ন 'এই মাইর-দইর কাটাকুটি কিয়ের লাইগা?'—কার উক্তি?

উঃ। মাঝি সুতামজুরকে একথা জিজ্ঞেস করেছে।

প্রশ্ন '—দোষ ত তোমাগো ওই লিগওয়ালাগোই।'—কার উক্তি?

উঃ। সুতামজুর উষ্ণ কণ্ঠে একথা বলেছে মাঝিকে।

প্রশ্ন ''ন্যাতারা হেই সাততালার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়ে হুকুম জারি কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মললাম আমরাই''—কার উক্তি? এই উদ্ধৃতিটিকে কোন্ প্রবাদ বাক্য তোমার স্মরণে আসে?

উঃ। সুতামজুরের উক্তি।

প্রবাদ বাক্য—'রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে উলুখাগড়ার প্রাণ যায়'।

প্রশ্ন কোথাকার ঘাটের কথা বলা হয়েছে গল্পটিতে?

উঃ। বাদমতলির ঘাট। যে ঘাটে মাঝি নাও রাখত।

প্রশ্ন মাঝি নৌকায় কে কাছারি করতে কোথায় যেত?

উঃ। জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েব মশায় প্রত্যেক মাসে একবার করে মাঝির নৌকায় নইরার চরে কাছারি করতে যেত।

প্রশ্ন 'বাবুর হাত যেন হজরতের হাত'—কার উক্তি? কার হাতের কথা বলা হয়েছে?

উঃ। মাঝির উক্তি। জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েব মশায় মাঝিকে বক্‌শিস দিত বলে 'হজরতের হাত'-এর কথা বলেছে।

প্রশ্ন কত বক্‌শিস দিত নায়েব মশাই?

উঃ। বক্‌শিস দিত পাঁচ, নায়েব কেয়ারা দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা।

প্রশ্ন যে ব্যক্তি মাঝি নিয়ে যেত সে কি জাতের ছিল?

উঃ। হিন্দু।

প্রশ্ন সুতামজুর বলতে গিয়ে থেমে গেল কেন?

উঃ। কারণ একসঙ্গে অনেকগুলি ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল বলে।

প্রশ্ন 'ওই ঢ্যামানাগো বিশ্বাস নাই।'—ঢ্যামনা কারা?

উঃ। মুসলমান মাঝি পুলিশদের ঢ্যামনা বলেছে।

প্রশ্ন মাঝি কোন্‌দিকে যাওয়ার পথ নির্দেশ করল?

উঃ। গলির যে মুখটা দক্ষিণদিকে চলে গেছে।

প্রশ্ন কোথায় গেলে আর তাদের ডর নেই?

উঃ। বাদামতলির ঘাটে গেলে।

প্রশ্ন মোড়টা পেরিয়ে ছুটে তারা কোথায় উঠে?

উঃ। পাটুয়াটুলি রোডে। সেখানে ইলেকট্রিকের আলো ফুট্‌ফুট্ করছে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন **'—খাড়াও'—কার উক্তি?**

উঃ। মাঝি সুতামজুরকে চাপা-গলায় একথা বলে।

প্রশ্ন **কে কাকে কিসের দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল?**

উঃ। মাঝি সুতামজুরের হাত ধরে তাকে একটা পানবিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

প্রশ্ন **একশো গজ দূরে যেখানে আলো জ্বলছিল সেখানে কি ছিল?**

উঃ। ঘরের সংলগ্ন উচু বারান্দায় দশ-বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। আর তাদের সামনে সংগেই অফিসার কি যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত নেড়ে। বারান্দার নিচে ঘোড়ার জিন্ ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল কেবলি পা ঠুকছে মাটিতে।

প্রশ্ন **পুলিশদের এ স্থানটা কোথাকার ফাঁড়ি ছিল?**

উঃ। মাঝি বলেছিল—ওইটা ইসলামপুরের ফাঁড়ি।

প্রশ্ন **মাঝি নৌকা না পেলে কেমন করে গঙ্গা পার হবার কথা বলেছিল?**

উঃ। 'নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।'

প্রশ্ন **'আরে না না মিয়া করো কি?'—কার উক্তি?**

উঃ। সুতামজুর মাঝিকে একথা বলেছে।

প্রশ্ন **'ধইরোনা, ভাই, ছাইড়া দেও।'—কার উক্তি?**

উঃ। মাঝি একথা বলেছে সুতামজুরকে।

প্রশ্ন **'যাই.....ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা।'—কার উক্তি?**

উঃ। মাঝি সুতামজুরকে ছেড়ে চলে যাবার সময় একথা বলেছে।

প্রশ্ন **'আদাব' গল্পে 'আদাব' উচ্চারণটি কার মুখে প্রথম শুনতে পাই?**

উঃ। মাঝির মুখে। সে বলেছে 'নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব।'—আঁদাব।'

প্রশ্ন **'আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব।'—কার উক্তি?**

উঃ। সুতামজুর।

প্রশ্ন **অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র ক'বার গর্জে ওঠে?**

উঃ। দু'বার।

প্রশ্ন **'আদাব' গল্পটিকে 'অন্ধকারের গল্প' বলে অভিহিত করব কি?**

উঃ। 'আদাব' গল্পটিকে 'অন্ধকারের গল্প' বলে অভিহিত করা যায়।

কারণ—১. গল্পটির পটভূমি 'মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি।

২. সুতামজুর ও মাঝি 'অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কেউ কাউকে ভালো করে দেখতে পায় না। ফলে সন্দেহের অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে।

৩. অন্ধকারের নির্জনতায় 'মৃত্যুর প্রতীক্ষা' এই শাবদ্ধবন্ধ দাঙ্গার অনিবার্য পরিণতি ইঙ্গিত করে।

৪. বিড়ি ধরাতে গিয়ে দেশলাইয়ের অবস্থা আলো জ্বললেও মাঝির 'সোহান

Scanned with CamScanner

আল্লা' শুনে ভীত হয় মজুর। বাতাসে যেন নিভে যায় কাঠি—আবার অন্ধকার, অবিশ্বাসের মেঘ।

৫. আবার রোডে ইলেকট্রিকের আলো সত্ত্বেও মৃত্যুভীতি, একশো গজ দূরে ফাঁড়ির আলো। পুলিশের চঞ্চলতা সব কিছুতেই যেন অভিশপ্ত মৃত্যুর আঁধার লিপি উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

প্রশ্ন 'আদাব' গল্পটি কোথা থেকে নেওয়া?

উঃ। সমরেশ বসু রচনাবলী থেকে।

প্রশ্ন সমরেশ বসুর গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কি?

উঃ। ১. বাস্তবের প্রতি আকর্ষণ;। ২. মানুষের পূর্ণ স্বরূপকে খোঁজা; ৩. মানুষের অসহায়তা; ৪. মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও চেষ্টার উত্তরণ; ৫. রাজনৈতিক সচেতনতা শেষ পর্যন্ত মানবিকতার জয়গান।

প্রশ্ন দাঙ্গার কুপ্রভাব সম্পর্কে নায়েব মাঝির একটা তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি দাও।

উঃ। "মানুষ না, আমরা যেন কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নাইলে এমুন কামড়া-কামড়িটা লাগে কেমবায়?"

প্রশ্ন 'আদাব' গল্পে মানবিকতার পরিচয় দাও।

উঃ। গল্পে নিম্নশ্রেণীর মানুষ দুটি পরস্পর জাতিগত স্বাভিশন ভুলে গিয়ে মানবতার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এটা মানবিকতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাছাড়া মুসলমান মাঝিটি যেন নিরাপদে তার বাড়ি পৌঁছে যেতে পারে সেজন্য সুতামজুর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে। যা তার মানবিকতাকে প্রমাণ করে।

প্রশ্ন এই গল্পটির মূল উদ্দেশ্য কি?

উঃ। ধর্মান্ধতার বিষময় ফল ও পরিণতি দেখিয়ে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে গণজাগরণই গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।

টোপ

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশ্ন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্প কোন্‌টি?

উঃ। 'নিশীথের মায়া' (সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা)।

প্রশ্ন প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ কোন্‌টি?

উঃ। বীতাংস।

প্রশ্ন 'টোপ' গল্পটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?

উঃ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনের অন্তর্ভূক্ত।

প্রশ্ন 'টোপ' গল্পের সূচনাটি কিরকম?

উঃ। পার্সেলের মাধ্যমে জুতো প্রাপ্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করেই টোপ গল্পের সূচনা।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন পার্সেলের মধ্যে কি ছিল?

উঃ। একজোড়া জুতো।

প্রশ্ন চটিজোড়া কেমন ছিল?

উঃ। চমৎকার, ঝকঝকে বাঘের চামড়ার নতুন চটি।

প্রশ্ন 'টোপ' গল্পটি কেমন ধরনের গল্প?

উঃ। একটি বিচিত্র শিকার কাহিনী।

প্রশ্ন কোন রঙের কার্ড চোখে পড়েছিল? কার্ডে কি লেখা ছিল?

উঃ। সবুজ রঙের কার্ড ছিল।

কার্ডে লেখা ছিল—'উইথ্ বেস্ট কম্প্লিমেন্টস্ অব্ রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরী, রামগঙ্গা এস্টেট'।

প্রশ্ন ঈশ্বরগুপ্তের অনুপ্রাস বহুল লাইনটি কেমন?

উঃ। "ত্রিভুবন্ প্রভা সুন্দর ওহে প্রভাকর,
গুণবান্ মহীয়ান্ হে রাজেন্দ্রবর।
ভূতলে অতুল কীর্তি রামচন্দ্র সম—
অরতি দমন ওহে তুমি নিরুপম।"

প্রশ্ন আকবরের সভাসদ কে?

উঃ। আবদুর রহিম খান্‌খানান্।

প্রশ্ন হিন্দি কবির নাম কি?

উঃ। কবি গঙ্গে।

প্রশ্ন কে, কি জন্য, কত টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন?

উঃ। আকবরের সভাসদ আবদুর রহিম খান্‌খানান হিন্দি কবি গঙ্গের চার লাইন কবিতা শুনে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন রাজাবাহাদুরের কি নাম?

উঃ। এন.আর. চৌধুরী।

প্রশ্ন স্টেশনের বাইরে গাড়ীটার কি নাম?

উঃ। পুরো নাম রোলস্ রয়েস, সংক্ষেপে যাকে বলে 'রোজ'।

প্রশ্ন বুনো ঝোপের মাঝে মাঝে এক টুকরো কাঠের গায়ে কি লেখা ছিল?

উঃ। ১৯৩৫,১৯৪০।

প্রশ্ন এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র কে?

উঃ। অবশ্যই রামগঙ্গা এস্টেটের মালিক রাজাবাহাদুর এন.আর. চৌধুরী।

প্রশ্ন জুতো পার্সেলটা কিসের তৈরী ছিল?

উঃ। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চামড়ায়।

প্রশ্ন রাজাবাহাদুর শিকারের জন্য কি টোপ ব্যবহার করে?

উঃ। সামন্ততান্ত্রিক প্রতিভু রাজাবাহাদুর শিকারের জন্য টোপ হিসাবে কোন হাঁস-মুরগী, ছাগশিশু বা কোন পশুশাবক নয়, তিনি টোপ হিসাবে ব্যবহার করতেন মানবশিশু।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন রাজাবাহাদুরের সঙ্গে লেখকের কিভাবে পরিচয় ঘটে?

উঃ। লেখকের এক সহপাঠি রাজাবাহাদুরের এস্টেটে চাকরি করতেন। সেই সূত্রেই রাজাবাহাদুরের সঙ্গে লেখকের পরিচয়।

প্রশ্ন রাজাবাহাদুরের জন্মবাসরে লেখক কি করেছিলেন?

উঃ। একটা কাব্য-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন।

প্রশ্ন লেখককে রাজাবাহাদুর কি উপহার দিয়েছিলেন?

উঃ। একটা দামী সোনার হাতঘড়ি উপহার দেন।

প্রশ্ন 'রোজ' কি?

উঃ। 'রোজ' হল এক ধরনের গাড়ী। 'রোজ'-এর পুরো নাম—রোলস্ রয়েস্।

প্রশ্ন পার্শেলটি দেখে লেখকের কোন্ ঘটনা মনে পড়ে?

উঃ। আটমাস আগে রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে পাওয়া শিকারের নিমন্ত্রণের ঘটনা।

প্রশ্ন লেখক শিকারে গিয়ে কোথায় উঠেছিল?

উঃ। এন.আর. চৌধুরীর হান্টিং বাংলোয়।

প্রশ্ন হান্টিং বাংলোটি কিসের তৈরী?

উঃ। কাঠের তৈরী।

প্রশ্ন বাংলোর পিছনের জঙ্গলটি কোথাকার?

উঃ। টেরাইয়ের ওয়ান্ অব্ দি ফিয়ার্নেস্ট ফরেস্টস্।

প্রশ্ন রাজাবাহাদুরের বাংলোয় চায়ের আয়োজনটি কেমন?

উঃ। চা, কফি, কোকো, ওভ্যালটিন, রুটি, মাখন, পনির, চর্বিতে জমাট মাংস। কথা থেকে শুরু করে পিচ্-পর্যন্ত প্রায় দশ রকমের ফল।

প্রশ্ন বাংলোর রাজকীয় ব্যাপার দেখে লেখকের কোন্ হোটেল মনে পড়েছে?

উঃ। গ্রাণ্ড হোটেলের কথা।

প্রশ্ন বাংলোর ড্রেসিং রুমটি কি রকম?

উঃ। ড্রেসিং রুমটা পুরোটা আয়না সেট করা আর পৃথিবীতে এমন কোন প্রসাধনের জিনিস নেই, যা এই ড্রেসিং রুমের মধ্যে নেই।

প্রশ্ন রাজাবাহাদুরের অস্ত্রাগারটি কেমন?

উঃ। চারদিকের দেওয়ালে সাজানো নানা আকারের আগ্নেয়াস্ত্র। ছোট-বড় নানা সাইজের গোটা চারেক রাইফেল। হুকে আঁটা একজোড়া রিভালভার ঝুলছে; পাশেই ঝুলছে একখানা শেফিণ্ডের তলোয়াল—তার ফলার রঙ নিষ্কলঙ্ক সূর্যের মতো। মোটা চামড়ার বেলটে ঝকঝকে পেতলের কার্তুজ—রাইফেলের রিভলভারের। হরিদার খাপে খান তিনেক নেপালী ভোজালি। রাজাবাহাদুরের বীর কীর্তির নিদর্শন স্বরূপ দেওয়ালের গায়ে হরিণের মাথা, ভাল্লুকের মুখ, বাঘের, সাপের, হরিণের, গো-সাপের চামড়া আটকানো আছে। একটা টেবিলে বিরাট আকৃতির একটা হাতির মাথা রাখা আছে—তার বড় বড় দাঁত দুটো সামনের দিকে এগিয়ে আছে।

প্রশ্ন রাজাবাহাদুরের মাছ ধরার বন্দোবস্ত আসলে কি?

উঃ। মাছ ধরার বন্দোবস্ত আসলে টেরাইয়েক জঙ্গলে বাঘ শিকারের বন্দোবস্ত।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন রাজা তার শিকারে কি 'টোপ' ব্যবহার করেছিলেন?

উঃ। লেখক দেখতেন বাংলোর সামনে নোংরা জামা-পরা কিছু ছেলে-মেয়ে খেলা করে। রাজাবাহাদুর তাদের কখনো বিস্কুট ছুড়ে দিতেন। আবার কখনো পয়সা ছুঁড়ে দিতেন। ঐ ছেলে-মেয়েদেরই একজনকেই রাজাবাহাদুর তাঁর বাঘ শিকারের 'টোপ' হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন 'প্রকৃতির এমন অপূর্ব-রূপ জীবনে আর দেখিনি।'—মন্তব্যটি কার? প্রকৃতির রূপ কেমন?

উঃ। লেখক জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলেন। জানালার ঠিক নিচেই মাটিটা তিন-চারশো ফুট খাড়া নেমে গেছে। বাড়িটা যেন এক আশ্চর্য শূন্যতার ওপরে ঝুলে আছে। তলায় ঘন জঙ্গল, তার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদীর একটা সংকীর্ণ নীলোজ্জ্বল রেখা। সীমান্তে নীল পাহাড়ের প্রহরা।

প্রশ্ন "আচ্ছা বলতে পারেন আপনি রাজা নন কেন?'—কার উক্তি? 'আপনি' কে?

উঃ। গল্প কথকের ভীতিকে রাজাবাহাদুর উপভোগ করে এই উক্তি করেছেন। এখানে 'আপনি' হলেন লেখক।

প্রশ্ন প্রথম রাত্রির শিকার অভিযান কেমন ছিল?

উঃ। প্রথম রাত্রির শিকার অভিযান ব্যর্থ। রাজাবাহাদুর বিরক্ত হয়ে শেষমেশ একটা হায়নাকে গুলি করে মেরে তবে শান্তি পেয়েছিলেন।

প্রশ্ন লেখকের এই গল্পে মধ্যবিত্ত মেজাজের উদাহরণ দাও।

উঃ। লেখক নিজেকেই শ্লেষবিদ্ধ করেছেন মধ্যবিত্ত মোসাহেবী ও সুবিধাভোগী মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটিয়ে। নিম্নে উদ্ধৃতাংশটিতে তার পরিচয়—

"নৌকা বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো অন্তত ছোট-ঘাট ঝড়-ঝাপটার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।"

"নিছক কবিতা মেলাবার জন্য যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।"

প্রশ্ন 'টোপ' গল্পের মূল উদ্দেশ্য কি?

উঃ। খেয়ালী, বিলাসী এবং মেজাজী সামন্ততন্ত্রের রূপটিকে ফুটিয়ে তোলা। চরিত্রগত বৈপরীত্য সৃজনের দ্বারা উদ্দেশ্যটিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

প্রশ্ন "আচ্ছা বলতে পারেন, আপনি রাজা নন কেন? আপনি মানুষ মারতে পারেন?"—রাজাবাহাদুর এই দুটি কথার মধ্য দিয়ে কি বুঝিয়েছেন?

উঃ। রাজা হতে গেলে মানুষ মারতে পারার ক্ষমতাটা একটা কোয়ালিফিকেশান্। সেটা নেই বলে মধ্যবিত্তের প্রতি রাজাবাহাদুরের একটা অনুকম্পা প্রকাশ পেয়েছে বক্তব্য দুটির মধ্য দিয়ে।

প্রশ্ন "রাজাবাহাদুর কিসের টোপ আপনার। কি দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?"—কার উক্তি?

উঃ। লেখক পাগলের মতো চিৎকার করে একথা বলেছেন।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 'চুপ'—কার উক্তি?

উঃ। রাজাবাহাদুর একটা কালো রাইফেলের নল লেখকের বুকে ঠেকিয়ে কথা বলেছেন।

প্রশ্ন গল্পের **pointing finger** কি?

উঃ। মানবশিশুকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা।

প্রশ্ন সকালে একটা কি এসে পৌঁছেছে? তাতে কি ছিল?

উঃ। একটা পার্সেল এসে পৌঁছেছে। তাতে একজোড়া জুতো ছিল।

প্রশ্ন 'তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন।'— কে কাকে ডেকে পাঠালেন?

উঃ। রাজাবাহাদুর এন.আর. চৌধুরী লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠালেন।

প্রশ্ন রাজাবাহাদুর লেখককে কি উপহার দিয়েছিলেন?

উঃ। একটি সোনার হাতঘড়ি।

প্রশ্ন বন্ধুরা রাজাবাহাদুরকে কি বলে?

উঃ। মোসাহেব।

প্রশ্ন লেখককে কে সেলাম জানিয়ে হুজুর আসুন বলেছেন?

উঃ। সোনালী তক্‌মা আঁটা ঝকঝকে পোশাক পরা আর্দালি বলেছেন।

প্রশ্ন মাটির রাস্তায় যে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল তার নাম কি?

উঃ। পুরো নাম রোলস্ রয়েস, সংক্ষেপে যাকে বলে 'রোজ'।

প্রশ্ন পথের দুপাশে কি দেখতে পেল?

উঃ। সবুজ শালবনের আড়ালে আড়ালে চা বাগানের বিস্তার। চকচকে উজ্জ্বল পাতার শান্ত, শ্যামল সমুদ্র। দূরে আকাশের গায়ে কালো পাহাড়ের রেখা।

প্রশ্ন চা বাগানের পরে পথের দুপাশে কি দেখা গেল?

উঃ। শালবন।

প্রশ্ন বনের মধ্যে টুকরো টুকরো কাঠের গায়ে কি লেখা ছিল?

উঃ। ১৯৩৫,১৯৪০।

প্রশ্ন পকেটে কি ছিল?

উঃ। ফাউন্টেন পেন।

প্রশ্ন 'হাঁরে, এখানে বাস আছে।'— কে কাকে জিজ্ঞাসা করেছিল?

উঃ। লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর্দালিকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

প্রশ্ন গাড়ির শব্দে বাড়ির ভেতর থেকে কারা বেরিয়ে এল?

উঃ। দু-তিন জন চাপরাশি।

প্রশ্ন বাড়ির সামনে কি ছিল?

উঃ। চওড়া একটা গড়খাই কাটা।

প্রশ্ন গাড়িটি কোথায় গিয়ে থামল?

উঃ। রাজাবাহাদুর এন.আর. চৌধুরীর হান্টিং বাংলোর সামনে।

প্রশ্ন "আরে আরে কি সৌভাগ্য।"—কার উক্তি?

উঃ। লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন রাজাবাহাদুর লেখককে কোথায় নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন?

উঃ। গোসলখানায়।

প্রশ্ন রাজাবাহাদুরের কাছে যে ছেলেটি ছিল তার বয়স কত?

উঃ। চল্লিশ বছর।

প্রশ্ন 'আশ্চর্য এই জঙ্গলের ভেতর এত নিখুঁত আয়োজন।'—নিখুঁত আয়োজন বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

উঃ। একটা সুন্দর বাথরুম, ব্রাকেটে তিন চারখানা সদ্য পাট ভাঙা নতুন তোয়ালে, তিনটে দামী সোপ থেকে তিন রকমের নতুন সাবান, ব্যাকে দামী দামী তেল, লাইমজুস। অতিকায় বাথ্‌টার ওপরে ঝাঁঝরি নিচে টিউবওয়েলের থেকে পাম্প করে এখানে ধারা স্নানের ব্যবস্থা।

প্রশ্ন রাজাবাহাদুর চেয়ারে চিত হয়ে কি খাচ্ছিলেন?

উঃ। ম্যানিলা চুরুট।

প্রশ্ন "প্রকৃতির এমন রূপ জীবনে আর দেখিনি।"—প্রকৃতির বর্ণনা দাও।

উঃ। জানলার নিচে মাটিটার প্রায় তিন-চারশো ফুট নেমে গেছে, বাড়িটা যেন ঝুলে আছে সেই রাক্ষুসে শূন্যতার ওপরে। তলায় দেখা যাচ্ছে ঘনজঙ্গল, তার পাশ দিয়ে পাহাড়ি নদীর একটা নীলোজ্জ্বল রেখা। যতদূর দেখা যায়, বিস্তীর্ণ অরণ্য চলেছে প্রসারিত হয়ে, তার সীমান্তে নীল পাহাড়ের সারি।

রস

—নরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রশ্ন লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র কত খ্রিষ্টাব্দে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উঃ। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সদরদি গ্রামে।

প্রশ্ন কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

উঃ। ১৯৭৫ খ্রিঃ।

প্রশ্ন নরেন্দ্র মিত্রের প্রথম গল্পসংকলন কোন্‌টি?

উঃ। 'অসমতল' (১৯৪৫ খ্রিঃ)

প্রশ্ন 'রস' গল্পটি কোন্ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত?

উঃ। 'চড়াই-উৎরাই' (১৯৫০ খ্রিঃ)। নরেন্দ্রনাথের গল্পমালা (আনন্দ) থেকে নেওয়া।

প্রশ্ন 'রস' গল্পটি প্রথম কোন্ পত্রিকায় কখন প্রকাশিত হয়?

উঃ। 'চতুরঙ্গ' মাসিক পত্রিকায়, ১৯৪৭ খ্রিঃ, নভেম্বর / ডিসেম্বর সংখ্যায়।

প্রশ্ন লেখকের কয়েকটি বিখ্যাত গল্পের নাম বল।

উঃ। 'টিকিট', 'এক পোয়া দুধ', 'পালঙ্গ', 'শ্বেত ময়ূর', 'চাঁদমিয়া' ইত্যাদি।

প্রশ্ন কয়েকটি গল্পগ্রন্থের নাম বল।

উঃ। 'হলদে বাড়ি',(১৯৪৫), 'উল্টোরথ' (১৯৪৬), 'পতাকা' (১৯৪৭)।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন কয়েকটি উপন্যাসের নাম বল।

উঃ। 'দ্বীপপুঞ্জ', 'চেনামহল', 'তিন দিন তিন রাত্রী', 'সূর্যসাক্ষী'।

প্রশ্ন বাংলা সাহিত্য জগতে লেখকের কিভাবে প্রবেশ ঘটে?

উঃ। কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে। তবে অল্পকালের মধ্যেই গল্পকার ও উপন্যাসিক রূপে খ্যাতিলাভ করেন।

প্রশ্ন লেখক পেশায় কি ছিলেন?

উঃ। সাংবাদিক।

প্রশ্ন নরেন্দ্র মিত্রের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ। মধ্যবিত্ত মনের চুলচেরা বিশ্লেষণ।

প্রশ্ন লেখকের গল্পগুলি বর্তমানে কটি খণ্ডে সংকলিত হয়েছে?

উঃ। ৬টি খণ্ডে।

প্রশ্ন 'রস' গ্রন্থের কয়েকটি চরিত্রের নাম বল।

উঃ। পুরুষ চরিত্র—মোতালেফ, রাজেক মৃধা, এলেম সেখ, ওয়াহেদ মৃধা, নাদির সেখ, গফুর সিকদার।
নারী চরিত্র—মাজ্জুখাতুন, ফুলবানু।

প্রশ্ন 'রস' গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম কি?

উঃ। মোতালেফ চরিত্র।

প্রশ্ন মোতালেফ কে?

উঃ। একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের স্বাস্থ্যবান মুসলমান যুবক।

প্রশ্ন মোতালেফের চেহারার বিবরণ দাও।

উঃ। ফর্সা ছিপছিপে তার দেহটি। মাথা ভর্তি চুল, বাবরি কাটা। ঐ চেহারায় নীল লুঙ্গি পরলে বড় 'খোলতাই' হয়। মোতালেফ বেশ সুন্দর দেখতে।

প্রশ্ন মোতালেফ পেশায় কি ছিল?

উঃ। একজন 'গাছি' হিসেবে তার মস্ত নামডাক। খেজুর গাছ কেটে তার মধ্যে থেকে রস সংগ্রহ করে, তা থেকে গুড় তৈরী করা এবং বিক্রি করাই তার পেশা।

প্রশ্ন এই কাজ সে কার কাছ থেকে শিখেছিল?

উঃ। তার গুরু রাজেক মৃধা। রাজেক মৃধার মৃত্যুর পর থেকেই মোতালেফ একজন দক্ষ গাছি হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন রাজেক মৃধার স্ত্রী-র নাম কি?

উঃ। মাজ্জখাতুন।

প্রশ্ন মাজ্জখাতুনের ছেলে মেয়ে কটি?

উঃ। একটি মেয়ে। কাঠিখালির শেখদের ঘরে তার বিয়ে হয়েছে।

প্রশ্ন মাজ্জখাতুনের বয়স কত?

উঃ। প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি।

প্রশ্ন রাজেক মৃধার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী মাজ্জখাতুনকে কে বিয়ে করে?

উঃ। দিন পনের যেতে না যেতেই মোতালেফ বিয়ে করে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন মাজ্জখাতুনের সম্পত্তির পরিমাণ কেমন?

উঃ। ভাগের ভাগ ভিটার কাঠা খানেক, আর একখানি পড়ো পড়ো শণের কুঁড়ে।

প্রশ্ন মাজ্জখাতুনের প্রধান গুণ কি?

উঃ। খেজুর রস থেকে গুড় এবং গুড় থেকে পাটালী তৈরী করাতে মাজ্জখাতুন বিশেষ দক্ষ।

প্রশ্ন মোতালেফ মাজ্জখাতুনকে কেন বিয়ে করে?

উঃ। প্রধানত জীবিকার জন্যই সে মাজ্জকে বিয়ে করে। মাজ্জুর হাত থেকে সেরা গুড় তৈরী করে নিয়ে তা বাজারে বিক্রি করে মোতালেফ টাকা সংগহ করে। সেই টাকা দিয়ে ফুলবানুকে সে ঘরে আনবে 'নিকা' করে। নিজের জীবিকা ও জৈবিক তাড়নার জন্য তাকে বিয়ে করে।

প্রশ্ন ফুলবানু কে?

উঃ। চরকান্দার এলেম শেখের মেয়ে।

প্রশ্ন তার বয়স কত?

উঃ। আঠারো-ঊনিশ।

প্রশ্ন ফুলবানুর প্রথম স্বামী কে?

উঃ। কইডুবির গফুর সিকদার। মারধোরের জন্য তার সঙ্গে তালাক। আসলে গফুরের বয়স বেশি বলেই ফুলবানু তাকে তালাক দেয়।

প্রশ্ন মোতালেফ ফুলবানুকে কোথায় দেখেছিল?

উঃ। চরকান্দায় নদীর ঘাটে।

প্রশ্ন এলেম শেখ কত টাকার বিনিময়ে ফুলবানুকে মোতালেফের হাতে তুলে দেবে?

উঃ। পাঁচ কুড়ি।

প্রশ্ন ফুলবানুকে বিয়ের জন্য মোতালেফ কাদের কাছে টাকা জোগাড় করতে গিয়েছিল?

উঃ। মল্লিকবাড়ি, মুখুজ্যেবাড়ি, সিকদার বাড়ি, মুন্সী বাড়ি।

প্রশ্ন রাজেক মৃধা মোতালেফকে কি শিখিয়েছিল?

উঃ। খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা।

প্রশ্ন মোতালেফ ছাড়া রাজেক মৃধার অন্য সাকরেদ কারা?

উঃ। সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল।

প্রশ্ন রাজেকের দক্ষ সাকরেদ কে?

উঃ। মোতালেফ।

প্রশ্ন রস জ্বাল দেওয়ার জন্য মাজ্জখাতুন কার কাছ থেকে কত পয়সা চেয়েছিল?

উঃ। মোতালেফের কাছ থেকে চাইর আনা করে পয়সা।

প্রশ্ন মোতালেফ যখন মাজ্জখাতুনকে বিয়ে করল তখন মাজ্জুর সাজসজ্জা কেমন ছিল?

Scanned with CamScanner

উঃ। নীল রঙের জোলাকী শাড়ি পরে, রঙ-বেরঙের কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোতালেফের ঘরে এল। তখন দু'এক সন্ধ্যা।

প্রশ্ন কাদের কাদের গাছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ?

উঃ। বোসেদের, বাঁড়ুয্যেদের, এছাড়া পাড়ায় অনেকের।

প্রশ্ন গাছ থেকে রস সংগ্রহ করার পদ্ধতিটি কেমন?

উঃ। খেজুর গাছে উঠে এক-একটি করে গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে বেছে আনে কেটে ফেলতে হবে। বালিছাচায় ধার তুলে তুলে জুৎসই করে নিতে হবে ছগন। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুঁততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখ লাগসই করে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবেই রাতভর টুপটুপ্ করে রস পড়বে হাঁড়িতে।

প্রশ্ন চিটে গুড় কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

উঃ। তামাক মাখবার কাজে।

প্রশ্ন বাজারে কত আনা সের চিটে গুড় বিক্রি হয়?

উঃ। পাঁচ আনা ছ'আনা সের।

প্রশ্ন এলেম শেখকে মোতালেফ প্রথমে কত টাকা দেয়?

উঃ। নগদ ৫০ টাকা।

প্রশ্ন মোতালেফ মাজ্জখাতুনকে কোন্ অপরাধে তালাক দেয়?

উঃ। তার অভিযোগ ছিল বানানো, মনগড়া। মাজ্জুবিবির চরিত্র খারাপ বলে মোতালেফ জানায় পাড়ায়। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সাথে মাজ্জুবিবির আপত্তিকর আচার-ব্যবহার ছিল। সেইজন্য সে তালাক দেয়।

প্রশ্ন ফুলবানুকে কখন বিয়ে করে মোতালেফ?

উঃ। শীতের পরে বসন্তে।

প্রশ্ন তালাকের মাজ্জখাতুন কোথায় আশ্রয় নেয়?

উঃ। তার মৃত স্বামী রাজেকের পড়ো-পড়ো শনের কুঁড়েয়।

প্রশ্ন মাজ্জখাতুনের তৃতীয় বিয়ের জন্য কে সম্বন্ধ নিয়ে আসে?

উঃ। রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদ মৃধা।

প্রশ্ন মাজ্জখাতুনকে কে বিয়ে করে?

উঃ। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে মাজ্জুবিবির বিবাহ হয়। এটা মাজ্জুর তৃতীয় স্বামী।

প্রশ্ন নাদির শেখের পেশা কি?

উঃ। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। বয়স পঞ্চাশের বেশী।

প্রশ্ন নাদির শেখের আগের বউ কিসে মারা গেছে?

উঃ। কলেরায়।

প্রশ্ন মোতালেফ বসন্ত, বর্ষাকালে কি কাজ করে?

উঃ। মল্লিকদের, মুখ্যুজদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে। সিকদারের, মুন্সীদের জমিতে

Scanned with CamScanner

কিষাণ খাটে। পাট নিড়ায়, পাট কাটে, পাট জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। এতে তারা টাকা দেয় মোতালেফকে। আশ্বিনের শেষে আউস ধান পাকে। পরের জমিতে কিষাণ খাটে। কিন্তু অন্যের মতো এইসব কাজ সে ভালো করতে পারে না।

প্রশ্ন **এইসব কাজে মোতালেফ কাদের সঙ্গে পারে না?**

উঃ। মোমিন, করিম, হাজিদ, আজিজ। মোতালেফের হাত বড় 'ধীরচ', জলে ভারি কাতর।

প্রশ্ন **মোতালেফ ফুলবানুর ঝড়গার সূত্রপাত কিসের থেকে?**

উঃ। খেজুর রসকে স্বাদযুক্ত গুড়ে পরিণত না করা থেকে।

প্রশ্ন **মোতালেফ ফুলবানুর গায়ে কখন হাত তোলে?**

উঃ। দক্ষিণ কোনের জালাটির রস বেশি জ্বাল খেয়ে গুড় পুড়ে গেলে মোতালেফ রেগে কঞ্চি দিয়ে তাকে মারে।

প্রশ্ন **নাদির শেখের সঙ্গে মোতালেফের কোথায় দেখা হয়?**

উঃ। হাটের মধ্যে।

প্রশ্ন **মোতালেফ কয় হাঁড়ি রস নিয়ে নাদিরের বাড়ি যায়?**

উঃ। দুটি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দু-হাঁড়ি রস নিয়ে।

প্রশ্ন **গল্পটির শেষ বক্তব্য কার?**

উঃ। মোতালেফের।—'না মেঞাভাই, নেবে নাই।'

প্রশ্ন **'ধার তুলে তুলে', 'আগা চেঁছে চেঁছে'—এই ক্রিয়াপদগুলি কেন ব্যবহার করেছেন লেখক?**

উঃ। প্রতিটি গাছের জন্য যে মোতালেফের আলাদা করে এই পরিশ্রম—তা নরেন্দ্রনাথ এই ক্রিয়াপদগুলির দ্বৈতরূপ ব্যবহারে তা বুঝিয়ে দেন।

প্রশ্ন **'বালিকাচা', 'ছ্যান'—এই শব্দগুলি কি?**

উঃ। এগুলি গাছি জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কিছু শব্দ।

প্রশ্ন **এই গল্পে কয়েকটি আরবী-ফারসী শব্দের নাম লেখ।**

উঃ। মেহনৎ, বন্দোবস্ত, খেজমৎ।

প্রশ্ন **এই গল্পে কয়েকটি উপমা রূপকের উদাহরণ দাও।**

উঃ। 'কাঁচা রসের হাঁড়ি', 'নেশার কালে তাড়ি', 'নাস্তার কালে গুড়'।

প্রশ্ন **এই গল্পের কাহিনী অংশ ক'বছরের সময়কে ধরে রাখে?**

উঃ। দু-বছরের কমবেশী সময়কে। এক শীতে শুরু আরেক শীতে শেষ। কাহিনীর আরম্ভ কার্তিকে।

প্রশ্ন **'তৃক করছে মাগী, ধূলা-পড়া দিছে চৌখে।'—কার সম্বন্ধে উক্তিটি করা হয়েছে?**

উঃ। মাজ্জখাতুন সম্বন্ধে আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে।

প্রশ্ন **'দিছে ভালো করছে। দেবে না? অমন মানুষের চৌখে ধূলা-পড়া দেওয়নেরই কাম.....'—কার উক্তি? 'মানুষ'টি কে?**

Scanned with CamScanner

উঃ। মুন্সীদের ছোটবউ সাকিনার উক্তি। 'মানুষ'টি হল মোতালেফ।

প্রশ্ন 'গুনাগার চায় সেই লোকসানের।'—কে গুনাগার চায়? 'গুনাগার' বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

উঃ। ফুলবানুর বাবা এলেম শেখ গুনাগার চায়।

মেয়ের তালাকের জন্য শেখের 'গাটের কড়ি' খরচ হয়ে গিয়েছে অনেকটা। তাই কন্যার বিয়েতে শেখের কিছু টাকা চাই। সামাজিক রীতি সচেতন নরেন্দ্রনাথ তাই এলেম শেখের এই অর্থলিপ্সাকে বলেছেন 'গুনাগার'।

প্রশ্ন মুখ ভার করে চলে আসার সময় মোতালেফ কোন আগাছার জংলা ভিটার মধ্যে দেখা হয় ফুলবানুর সঙ্গে?

উঃ। আশশেওড়া আর চোখ-উদানের আগাছার জংলা ভিটার।

প্রশ্ন 'ও সোন্দর মিঞা, রাগ করলানি? শোন শোন।'—কার উক্তি? মিঞা কে?

উঃ। ফুলবানুর উক্তি। মিঞা হল মোতালেফ।

প্রশ্ন 'সামান্য অনাদর হলেই, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই 'গাছের মরা মুখ' দেখতে হবে।''—'গাছের মরা মুখ' প্রসঙ্গটি কি নির্দেশ করে?

উঃ। লেখকের বর্ণিত 'গাছের মরা মুখ' প্রসঙ্গটি মনে করিয়ে দেয় নরেন্দ্রনাথের কাছে গাছ আর মানুষ কখন যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। গাছের ফোঁটা ফোঁটা রস যেন মানুষের হৃদয়েকই বিন্দু বিন্দু ভালোবাসা। যা দিনে দিনে সঞ্চিত হয়ে বাড়তে থাকে। যেমন করে 'রস' পরিণত হয় 'গুড়ে'। সম্পর্ককে সযত্নে, সমমর্যাদায় না রাখলে গাছের মতোই মানুষকেও মানুষের 'মরা মুখ' দেখতে হয়। তখন একজনের হৃদয়ে উত্তাপে আর একজনের হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হয় না। শুকনো নির্জীব 'ঘাটের পৈঠা' বা 'ঘরের পৈঠা'র মতো সেই মানুষটি আর একজনের জীবনের এক কোনে পড়ে থাকে।

প্রশ্ন কার্তিকের সন্ধ্যায় মোতালেফ কার ঘরে আসে?

উঃ। মাজ্জখাতুনের ঝাঁপ আঁটা ঘরের সামনে।

প্রশ্ন 'রস' গল্পে নরেন্দ্রনাথ কোন অঞ্চলের ভাষাকে পাত্র-পাত্রীদের মুখের ভাষায় পরিণত করেছে?

উঃ। নরেন্দ্রনাথ তার শৈশব কৈশোর যৌবন অতিবাহিত করা ফরিদপুরের ভাষা সদরদি অঞ্চলের ভাষা। এছাড়া 'চরকান্দা', 'তালকান্দা' অঞ্চলের ভাষাও ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন 'চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোল আনা দিতে চাই, রাজী হবা তো নিতে?'—কার উক্তি? 'বিবি' কে? 'ষোল আনা' কথাটির অর্থ কি?

উঃ। উক্তিটি মোতালেফের। 'বিবি' হল মাজ্জখাতুন। রস জ্বাল দেওয়ার জন্য মাজ্জখাতুন পারিশ্রমিক হিসেবে মোতলেফের কাছ থেকে 'চাইর আনা' করে চেয়েছে। কিন্তু মোতালেফ তাকে 'ষোলা আনা' দিতে রাজী আছে। অর্থাৎ মোতালেফ মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা করে নিয়ে যেতে চায় মাজ্জখাতুনকে। ঘর-গেরস্থালীর

Scanned with CamScanner

ষোল আনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে। এখানেই 'ষোল আনা' কথাটির তাৎপর্য।

প্রশ্ন **পাড়ার জেলে ছোকরাদের মধ্যে যারা বেশি মাজ্জুবিবির সাথে ইয়ার্কি দিতে এসেছে, তাদেরকে মাজ্জুবিবি কিসের ভয় দেখিয়েছে?**

উঃ। তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে।

প্রশ্ন **গাছে হাঁড়ি পাততে মোতালেফ কখন যায়?**

উঃ। পড়ন্ত বেলায়। 'তল্লা বাঁশের চোঙা' ঝোলায়।

প্রশ্ন **সকালে রসের হাঁড়ি নামাবার পর সে কি করে?**

উঃ। হাঁড়ি নামিয়ে 'ঝরার চোঙা' বেঁধে দিয়ে যায়। সেই চোঙার ময়লা রস জমতে থাকে। যা থেকে চিটে গুড় হয়।

প্রশ্ন **'অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব'—কার উক্তি? মেঞাসাব কে? কি অর্ধেক আগাম দিল?**

উঃ। উক্তিটি মোতালেফের। মেঞাসাব ফুলবানুর বাবা এলেম শেখ। গুড় বিক্রি করে মোতালেফের যে টাকা লাভ হয়েছিল সেই নগদ পঞ্চাশ টাকা মোতালেফ এলেম শেখের হাতে দেয়। ফুলবানুকে বিয়ে করার জন্য Advance হিসেবে।

প্রশ্ন **'গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজ্জখাতুনও তদ্দিন আমার ঘরে আছে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।'—কার উক্তি? তাৎপর্য কি?**

উঃ। উক্তিটি হল মোতালেফ-এর।

আলোচ্য উক্তিটিতে মোতালেফের স্বার্থপরতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আসলে মোতলেফ মাজ্জুখাতুনকে বাধ্য হয়ে ঘরে এনেছে। তার ঘরে জল দেওয়ার জন্য, খাবার দেওয়া, গুড় বানাবার জন্যই। আর সেই গুড়ের টাকাকে সে কন্যার 'মান' বাঁচাতে এসেছে। আসলে মোতালেফ নিজের জীবিকা ও ফলুবানুকে লাভ করতে চেয়েছে। তাই শীত ফুরলে মাজ্জুর প্রয়োজনও ফুরবে।

প্রশ্ন **'কিন্তু গায়ে যে একজনের গন্ধ জড়াইয়া রইল তা ছাড়বা কেমনে।'—কার উক্তি? কার গন্ধ জড়িয়ে রইল?**

উঃ। উক্তিটি ফলবানুর। মাজ্জুখাতুনের গায়ের গন্ধ অর্থাৎ তার সাথে মোতালেফের সংসার অতিবাহিত করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন **'গুড়ের সময় পিপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যাই ফুরাইল অমনি দূর দূর।'—কার উক্তি?**

উঃ। মাজ্জুখাতুনের উক্তি।

প্রশ্ন **'বয়স কত হবে তার'—কার উক্তি? কার বয়সের কথা বলেছে?**

উঃ। উক্তিটি মাজ্জুখাতুনের। নদীর ওপারে তালকান্দার নাদির শেখের বয়সের কথা জিজ্ঞেস করেছে ওয়াহেদ মৃধাকে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 'বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে।'—কার উক্তি? কে কাজ করে?

উঃ। উক্তিটি রাজেক মৃধার বড় ভাই ওয়াহেদ মৃধা। এখানে নদীর ওপারে তালকান্দার নাদির শেখের কথা বলা হয়েছে, সে এই কাজ করে।

প্রশ্ন 'কষ্ট হবে, কাঁচা গন্ধ হবে গায়।'—কার উক্তি? কিসের গন্ধ হবে?

উঃ। উক্তিটি মোতালেফের। উৎসাহের সঙ্গে পাট ছাড়ায় ফুলবানু। কিন্তু মোতালেফ তাকে পাট ছাড়াতে দেয় না। কারণ পাট ছাড়ালে ফুলবানুর শরীরে পাট পচার গন্ধ হবে।

প্রশ্ন 'গেরস্থ ঘরের মাইয়া গ আমি, না যাঁচাই আশমনে গুনা নাইমা আইছি?'—কার উক্তি?

উঃ। উক্তিটি ফুলাবানুর।

প্রশ্ন 'ভালো তো সব, ছাওয়ালপানা ভালো তো—?'— কে কাকে বলেছে?

উঃ। মোতালেফ বলেছে নদীর পারের নাদীর শেখকে।

প্রশ্ন 'আপনার গুড় তো কোনোকালে খারাপ হয় না'—কার উক্তি?

উঃ। নাদির শেখ-এর।

প্রশ্ন 'পটের ভিতর গুনা বাইবাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী,'—কার উক্তি?

উঃ। গুড় পুড়ে যাওয়ার জন্য মোতালেফ অন্তত ক্রোধান্বিত হয়ে আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

প্রশ্ন 'তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর বিড়াল সিকাও অধম থাকে মানুষ। শয়তান সিকাও সাংঘাতিক হয়।.....'—কার উক্তি?

উঃ। মোতালেফ নাদির শেখের ঘরে আসতে শেখের বিবি মাজ্জুখাতুন অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে মোতালেফকে কথাগুলি বলেছে।

প্রশ্ন 'মেঞাসাব, শোনবেন নি একটু'—কার উক্তি? কে মেঞা?

উঃ। মোতালেফের উক্তি। মেঞা হল নাদির শেখ।

প্রশ্ন 'কেবল গাছ বাওয়াই সার হইছে তার'—কার সার হয়েছে?

উঃ। মোতালেফের।

প্রশ্ন 'আগুন নেবা নেল কইলকার'—কার উক্তি?

উঃ। নাদির শেখ মোতালেফকে বলেছে।

প্রশ্ন 'না মেঞাভাই, নেবে নাই।'—কার উক্তি?

উঃ। হুঁকোতে মুখ দিয়ে মোতালেফের উক্তি।

প্রশ্ন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনার বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ। ১. জটিল মনস্তত্ত্বের বর্ণনা; ২. মানুষের স্খলন-পতনের পাশে তার মানবিকতার উজ্জ্বলতা; ৩. জীবনের পঙ্কিলতা উত্তীর্ণ হওয়া; ৪. তিনি মানবিকতার সামাজিক সম্পর্কের গল্প লিখতে চেয়েছেন; ৫.গল্পের শেষে সত্যের উদ্ভাসন; ৬. অসাধারণ আঙ্গিক; ৭. নারী সমস্যার প্রতি আলোকপাত,—'রস' গল্পের মধ্যে এই

Scanned with CamScanner

বিশেষত্বগুলি ধরা পড়ে। এছাড়া 'মহাশ্বেতা', 'দাম্পত্য', 'অবতরণিকা', 'চোর', 'সেতার' ইত্যাদি গল্পেও এই বিশেষত্বগুলি দেখা যায়।

প্রশ্ন 'কলমা' পড়ে অ নিকা করতে চায়—'কলমা'-র অর্থ কি?

উঃ। ইসলাম ধর্মের কোরাণোক্ত আত্মশুদ্ধি সাধক একেশ্বর প্রতিপাদক মন্ত্র। অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি মুসলমান হলে তাকে আগে এটি পাঠ করতে হয়। কলমায়ে শহাদৎ পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্ন কে কখন চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল?

উঃ। মোতালেফ, কার্তিকের মাঝামাঝি সময়।

প্রশ্ন মোতালেফ কাকে নিকা করে নিয়ে এসেছিল?

উঃ। পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজ্জুখাতুনকে।

প্রশ্ন মোতালেফের বয়স কত?

উঃ। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর।

প্রশ্ন মাজ্জুখাতুনের বয়স কত?

উঃ। ত্রিশ-এর কাছাকাছি।

প্রশ্ন মাজ্জুখাতুনের মেয়ে কটি, কাদের বাড়িতে বিয়ে দিয়েছে?

উঃ। মেয়ে একটি। কাঠিখালির ঘোষদের ঘরে।

প্রশ্ন 'তুক করেছে মাগী, ধূলা-পড়া দিছে চৌখে।'—কারা বলেছে? কি প্রসঙ্গে?

উঃ। সিকদার বাড়ির ও কাজী বাড়ির বউঝিরা হাসাহাসি করে বলেছে। মাজ্জুখাতুনের বিষয়-সম্পত্তি বলতে ভাগের ভাগ ভিটা পেয়েছে কাঠাখানেক, আর আছে একখানি পোড়ো শণের কুঁড়ে। সে রূপেতেও এমন কিছু নয়, এর আঁট-ঘাঁট শক্ত গড়নটুকু দেখেই সব পুরুষেরা মুগ্ধ হয়ে যায়।—ঐ প্রসঙ্গেই আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে।

প্রশ্ন সাকিনা কে?

উঃ। মুন্সীদের ছোটবউ।

প্রশ্ন মোতালেফের সবচেয়ে বেশি কাকে পছন্দ হয়েছিল?

উঃ। ফুলবানুকে।

প্রশ্ন ফুলবানু কে?

উঃ। চরকান্দার এলেম শেখের মেয়ে।

প্রশ্ন ফুলবানুর বয়স কত?

উঃ। আঠার-উনিশ।

প্রশ্ন ''ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু।''—কথাটির অর্থ কি?

উঃ। অর্থাৎ ফুলবানুর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। খেতে পরতে কষ্ট দেয়, মারধোর করে—এইসব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে।

প্রশ্ন ফুলবানুর স্বামীর নাম কি?

উঃ। গফুর সিকদার (কইড়ুবির)

প্রশ্ন ফুলবানু কেন স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছে?

Scanned with CamScanner

উঃ। বয়স বেশি, মারধোর করে, কষ্ট দেয়। এইসব কারণে স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন মোতালেফ ফুলবানুকে কোথায় দেখেছিল?

উঃ। চরকান্দায় নদীর ঘাটে।

প্রশ্ন মোতালেফের চেহারাটা কেমন?

উঃ। নীল লুঙ্গি পরলে ফর্সা ছিপছিপে চেহারায় চমৎকার খোলতাই হাত ঢেউ খেলানো টেরিকাটা বাবরি চুল।

প্রশ্ন "কি মিঞা, গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি?"—কার উক্তি?

উঃ। ফুলবানুর উক্তি।

প্রশ্ন মোতালেফ টাকার জন্য কাদের কাদের বাড়ি গিয়েছিল?

উঃ। মল্লিক বাড়ি, মুখুজ্যে বাড়ি, সিকদার বাড়ি।

প্রশ্ন খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা মোতালেফ কার কাছ থেকে শিখেছিল?

উঃ। রাজেক মৃধার কাছে।

প্রশ্ন রাজেকের আরও দুজন সাগরেদের নাম কি?

উঃ। সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল।

প্রশ্ন রসে জ্বাল দিয়ে দেবার জন্য মাজ্জুখাতুন মোতালেফের কাছে কত চেয়েছিল?

উঃ। সেরে চার আনা করে।

প্রশ্ন "সোন্দর মিঞা, রাগ করলানি? শোন শোন।"—কার উক্তি?

উঃ। ফুলবানুর।

প্রশ্ন মোতালেফ মাজ্জুখাতুনের কাছে কিসের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল?

উঃ। বিয়ের প্রস্তার।

প্রশ্ন মাজ্জুখাতুনের তৈরী গুড় বাজারে কত টাকা বিক্রী হত?

উঃ। সের দু-পয়সা বেশি করে।

প্রশ্ন মোতালেফের সঙ্গে মাজ্জুখাতুনের কি চুক্তি ছিল?

উঃ। দু-আনা করে প্রতি সেরে পয়সা দেবে।

প্রশ্ন মোতালেফ কাদের বাড়িতে উপস্থিত হল কি নিয়ে?

উঃ। সেরা গাছের সবচেয়ে দু হাঁড়ি রস নিয়ে আর সের তিনেক পাটালি গুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হল চরকান্দার এলেম শেখের বাড়িতে।

প্রশ্ন "অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব।"— কে কি আগাম দিল?

উঃ। মোতালেফ পাঁচখানা দশ টাকার নোট আগাম দিল।

প্রশ্ন রাজেকের দাদার নাম কি?

উঃ। ওয়াহেদ মৃধা।

প্রশ্ন মাজ্জুখাতুন কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল?

উঃ। রাজেকের পড়ো পড়ো শণের কুঁড়েয়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন মাজ্জুখাতুনের জন্য কে সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল?

উঃ। রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদ।

প্রশ্ন মাজ্জুখাতুনের সঙ্গে কার সম্বন্ধ করা হয়েছিল?

উঃ। নদীর ওপারে তালকান্দার নাদির শেখের সঙ্গে।

প্রশ্ন নাদির শাহের বউ কিভাবে মারা যায়?

উঃ। কলেরায়।

প্রশ্ন "কম বয়সী ছুঁড়ি-টুড়িতে দরকার নেই তার"— কে কেন বলেছে?

উঃ। রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদ নাদির শেখ সম্পর্কে বলেছে। কারণ হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়েদের যত্ন করবে না।

প্রশ্ন ছেলেটির বয়স কত?

উঃ। পঞ্চাশ-একপঞ্চাশ।

প্রশ্ন 'গাছি নাতো সে'—কার উক্তি?

উঃ। মাজ্জুখাতুনের।

প্রশ্ন ছেলেটি কি কাজ করে?

উঃ। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ-কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে।

প্রশ্ন "ক্যান বউ 'গাছি' ছাড়া রসের ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সঙ্গে?"— কে কাকে বলেছিল, কোন্ প্রসঙ্গে বলেছিল?

উঃ। ওয়াহেদ মাজ্জুখাতুনকে বলেছিল। মাজ্জুখাতুন যখন ওয়াহেদকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে ছেলেটি গাছি কিনা? অর্থাৎ শীতকালে খেজুর কাটতে যায় কিনা—সেই প্রসঙ্গে আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner